105531 - টলেফিোন ও ইন্টারনটেরে মাধ্যমে বয়িরে আকদ করার হুকুম

প্রশ্ন

ইন্টারনটেরে ক্যামরোর মাধ্যমে ববিাহরে আকদ কি শুদ্ধ হবে? কারণ আমি শুনছেি এটা জায়যে নইে; যহেতেু বয়িরে ক্ষত্রেে শর্ত হল সটো একই মজলসিে হতে হবে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) বয়িরে অন্যতম রুকন (মূল উপাদান)। এই রুকন ছাড়া বয়িে শুদ্ধ হবে না। ইজাব হচ্ছে অভভিাবক বা তার প্রতনিধিরি পক্ষ থকেে প্রদত্ত বক্তব্য (প্রস্তাব), আর কবুল হচ্ছে স্বামী বা তার প্রতনিধিরি পক্ষ থকেে প্রদত্ত বক্তব্য (সম্মতি)।

ইজাব-কবুল একই মজলসিে হওয়ার শর্ত রয়ছেে। কাশ্শাফুল ক্বনিা বইয়ে (৫/৪১) এসছেে: যদি ইজাবরে তুলনায় কবুল করতে কছিুটা বলিম্বও হয়, তবুও তা সঠকি হবে— যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একই মজলসিে অবস্থান করবে এবং প্রথাগতভাবে মজলসিটকিে ছন্নি করে এমন কছিুতে তারা লপ্তি না হবে, যদওি এই মধ্যবর্তী সময়টা দীর্ঘ হয়। আর যদি ইজাবরে পর কবুল করার আগে দু'জন আলাদা হয়ে যায়, তাহলে ইজাব বাতলি হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি তারা এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যা প্রথাগতভাবে মজলসিকে ছন্নি করে দয়ে, তাহলওে ইজাব বাতলি হয়ে যাবে। কারণ তা চুক্তি থকেে বমিুখতা প্রকাশ করে, যা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করারই সমতুল্য।[ঈষৎ পরমিার্জনরে দ্বারা সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে ববিাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষী থাকা শর্ত।

এর উপর ভত্তিি করে আধুনকি বভিন্নি মাধ্যম তথা টলেফিোন ও ইন্টারনটেরে দ্বারা ববোহকি চুক্তি সম্পন্ন করার প্রসঙ্গে আলমেরা মতভদে করছেনে। কউে কউে সাক্ষী অনুপস্থতি থাকার কারণে এটাকে নষিধে করছেনে। যদওি তারা মনেে নয়িছেনে যে দু'জন ব্যক্তি একই সময়ে ফোনরে দুই প্রান্তে থাকলে সটো একই মজলসিরে হুকুমে পড়ে। ইসলামী ফকিহ একাডমেি এই মতরে ওপর সদ্ধিান্ত দয়িছেে।

আর কউে কউে ববিাহরে ক্ষত্রেে সতর্কতাস্বরূপ এ ধরনরে ববিাহ থকেে নষিধে করছেনে। কনেনা কণ্ঠস্বর নকল করে ধোঁকা দওেয়া সম্ভব। ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি এই মতে ফতোয়াই প্রদান করছে।

কউে কউে এমন ববিাহকে জায়যে বলছেনে, যদি প্রতারণার আশঙ্কা থকেে নরিাপদ থাকা যায়। শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ এই ফতোয়া প্রদান করছেনে।

সুতরাং বোঝা গলে যে, সমস্যাটা মজলসি একই হওয়া নয়িে নয়। কনেনা ফোনে বা ইন্টারনটেে দুই পক্ষ একই সময়ে যুক্ত থাকা একই মজলসিরে হুকুমে পড়ে।

ববিাহরে আকদরে ব্যাপারে ফোনে বা ইন্টারনটেে ব্যক্তরি কণ্ঠস্বর শোনার মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদানও সম্ভব। বরং বর্তমান সময়ে বজ্ঞিানরে অগ্রগতরি ফলে ইজাবরে সময় অভভিাবককে দখো ও তার কণ্ঠস্বর শোনা যমেন সম্ভব, তমেন স্বামীকে দখোও সম্ভব।

সুতরাং উক্ত মাসআলায় অগ্রগণ্য মত হলো টলেফিোনে বা ইন্টারনটেে প্রতারণার আশঙ্কা মুক্ত হলে, স্বামী ও অভভিাবকরে পরচিয় নশ্চিতি করা গলেে এবং দুই সাক্ষী কর্তৃক ‘ইজাব’ ও ‘কবুল’ নশ্চিতি করা গলেে ফোনে ও ইন্টারনটেে ববিাহ করা বধৈ। শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ এ মর্মে ফতোয়া দয়িছেনে, যমেনটা ইতঃপূর্বে উল্লখে করা হয়ছে। প্রতারণার আশঙ্কায় ও নরিাপত্তার জন্য ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি যে ফতোয়ায় এটাকে নষিদ্ধি করা হয়ছে, তাদরে বক্তব্যরে দাবওি এটা।

আর যে ব্যক্তি নরিাপদ থাকতে চায়, সে প্রতনিধিি নযিুক্ত করার মাধ্যমে ববিাহ সম্পন্ন করতে পার। স্বামী বা স্ত্রীর অভভিাবক এমন কাউকে প্রতনিধিি নযিুক্ত করবনে যে ব্যক্তি দু’জন সাক্ষীর সামনে তার পক্ষ থকেে ববিাহরে আকদ সম্পন্ন করব।

ইতঃপূর্বে আমরা আলমেদরে যে বক্তব্যগুলোর ইঙ্গতি দলিাম সগেুলোর উদ্ধৃতি নম্নিরূপ:

১- ইসলামী ফকিহ একাডমেরি সদ্ধিান্ত:

আধুনকি যোগাযোগ মাধ্যমরে দ্বারা চুক্তি সম্পন্ন করা প্রসঙ্গে ৫২ (৬/২) নং সদ্ধিান্ত

আধুনকি যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নানান চুক্তি সম্পন্ন করা বধৈ হওয়ার সদ্ধিান্ত দয়োর পর একাডমেি বলে: “পূর্ববর্তী নয়িমগুলো ববিাহকে অন্তর্ভুক্ত কর না। কনেনা বয়িরে চুক্তিতে সাক্ষী প্রয়োজন হয়।” [সমাপ্ত]

২- ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়া:

প্রশ্ন: যদি ববিাহরে শর্ত ও রোকনসমূহ পরপূির্ণ হয়, কন্তিু অভভিাবক ও স্বামী দু’জন দুই দশেে থাক, তাহলে কি টলেফিোনে ববিাহ করা জায়যে হব?

বর্তমান সময়ে প্রতারণা ও ধোঁকা বড়ে গিয়েছে। এক মানুষ অন্য মানুষরে কথাবার্তা নকল করার কাজে দক্ষ হয়ে উঠছে। অন্যরে গলার স্বর অনুকরণে মানুষ পারদর্শী হয়ে গিয়েছে। এমনকি একজন মানুষ বড়-ছোট, নারী-পুরুষ সবার কণ্ঠ বভিন্নি ভাবে নকল করতে পার। যটো শুনে শ্রোতা মনে করে য, একাধকি মানুষ কথা বলছ, কন্তিু বাস্তবে একজন মানুষ কথা বলছ। অধকিন্তু, ইসলামী শরীয়ত মানুষরে যৌনাঙ্গ ও ইজ্জত হফোযতরে ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করছে। এই ক্ষত্রেে ইসলাম য পরমিাণ সতর্কতা গ্রহণ করছে, সটো লনেদনেরে য কোনো চুক্তরি ক্ষত্রেে গৃহীত সতর্কতা থকেে বশে। এ সকল দকি ববিচেনায় কমটিি সদ্ধিান্ত নয়িছে য ববোহকি চুক্তরি ক্ষত্রেে ইজাব, কবুল এবং প্রতনিধিি নযিুক্তরি ক্ষত্রেে টলেফিোনরে কথোপকথনরে ওপর নর্িভর করা যাব না; যাতে করে শরীয়তরে উদ্দশ্যে বাস্তবায়তি হয় এবং যৌনাঙ্গ ও ইজ্জত হফোযতে আরো বশে গুরুত্বারোপ করা হয়। আর কামনা-বাসনার অনুসারী ব্যক্তরিা যনে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নতিে না পার। আল্লাহই তৌফকিদাতা। [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (১৮/৯০)]।

৩- শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুর ফতোয়া:

প্রশ্ন: আমি একটি মেয়েকে বয়িে করতে চাই। তার বাবা আরকে দশেে থাক। এই মুহূর্তে আমি তার কাছে গিয়ে ববিাহ করার জন্য একত্রতি হতে পারছি না। এর পছেনে আর্থকি অবস্থাসহ অন্যান্য কারণ রয়ছে। আমি প্রবাসে আছি। আমার জন্য কী এভাবে করা জায়যে হব: আমি মেয়রে বাবাকে ফোন দবি এবং তনিি আমাকে বলবনে: 'আমি তোমার কাছে আমার অমুক মেয়েকে বয়িে দলিাম' আমি বলব: 'আমি কবুল কললাম' বয়িতে মেয়েও রাজী থাকব। আর দুইজন মুসলমি সাক্ষী আমার কথা ও মেয়রে বাবার কথা লাউড স্পীকার দয়িে শুনতে পাব? এটা কি শরীয়তসম্মত ববিাহরে আকদ বলে ববিচেয হব?

উত্তর: ওয়বেসাইট উক্ত প্রশ্নটি শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহর কাছে উপস্থাপন করছেলি। তনিি উত্তর দনে য, প্রশ্নে যভোবে ববিরণ দয়ো হয়ছে যদি তা সঠকি হয় এবং কোনো প্রতারণা না করা হয়, তাহলে এভাবে শরীয়তসম্মত বয়িরে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণ হবে এবং ববোহকি চুক্তি সঠকি হব।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।